দৈনিক

ইনকিলাব

তারিখ .... পৃষ্ঠা .... কলাম ....

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু সেই শিক্ষা যদি সুশিক্ষা না হয়, ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষা না হয়, জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ না হয়, তবে সে শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড নৈতিকভাবে দুর্বল হতে বাধ্য। এ জন্য একটি জাতির শিক্ষানীতি সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের চিন্তা, বিশ্বাস, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং যুগের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রণয়ন করতে হয়। বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে 'শিক্ষানীতির চূড়ান্ত খসড়া ২০০৯ জাতিকে উপহার দেয়। কিন্তু এতে ধর্মশিক্ষা উপেক্ষিত হওয়ায় তা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীতে এর কিছু শব্দ পরিবর্তন করে 'শিক্ষানীতি ২০১০' চূড়ান্ত করা হয় এবং জাতীয় সংসদে তা পাস করা হয়। কিন্তু শিক্ষানীতিতে যে গলদ ছিল তা থেকেই যায়। ২০১২ সালের শেষের দিকে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকার খবর প্রকাশিত হয় যে, ১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার এনসিটিবিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের যৌথ উদ্যোগে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নয়া পাঠ্যক্রম অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে ইসলাম শিক্ষা ও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়কে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে। খবরটি পড়ে এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা আঁতকে উঠেন এবং অনেক ব্যক্তি ও সংগঠন ইসলাম শিক্ষা বন্ধের প্রতিবাদ করেন।

একটি ধর্মাশ্রয়ী ও নৈতিকতাবোধসম্পন্ন প্রজন্ম ও জাতি গড়ে তোলার জন্যই যুগ যুগ ধরে এদেশের মাদরাসা শিক্ষার বাইরে সাধারণ ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে টেকনিক্যাল বিষয়ের পাশাপাশি ধর্ম শিক্ষা তথা সাধারণ আরবি, ইসলাম শিক্ষা ও অন্যান্য ধর্ম শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব থেকেই বিগত সকল পাঠ্যক্রমে ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষাসহ সকল শাখার শিক্ষার্থীরা নৈর্বাচনিক ও ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অধ্যয়ন করতে পারতো। যার মাধ্যমে স্কুল-কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীরা জীবন চলার পথে অতি প্রয়োজনীয় ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ পেয়ে আসছিল। কিন্তু ১৯৯৮ সাল থেকে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি বাদ দেয়া হয়। তখন থেকে কেবল মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি নৈর্বাচনিক ও ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে আসছিল। কিন্তু এবার ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজ পর্যায়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির প্রাক্কালে একাদশ শ্রেণীর মানবিক শাখা থেকেও ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি শাখাভিত্তিক আবশ্যিক বিষয় হতে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেবল ৪র্থ বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে। তাও আবার ১৯টির মধ্যে যে কোন ১টি বিষয় পড়তে পারবে। বস্তুত এটি ইসলাম শিক্ষাকে নির্বাসন দেয়ারই নামান্তর।

নয়া পাঠ্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ার কারণে বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থী ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পড়তে পারছে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কলেজে কর্মরত ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের হাজার হাজার শিক্ষককে চাকরি হারাতে হবে। ভবিষ্যতে নতুন কোন কলেজে ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি খোলারও কোন প্রয়োজন হবে না। ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে ডিগ্রি পর্যায়ের কলেজগুলোতে বিএ পাস কোর্স এবং অনার্স কোর্সে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ভর্তি হওয়ার মতো শিক্ষার্থী পাওয়া যাবে না। এর ধারাবাহিকতায় ডিগ্রি অনার্স কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়টি অধ্যয়নের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষ একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য এনসিটিবির বিজ্ঞপ্তিতে যে বিষয় কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছিল, দফায় দফায় সেখানে পরিবর্তন করা হয়েছে কিছু বিষয়কে সুবিধা দেয়ার জন্য। কিন্তু এতে কারো যেন কোন মাথাব্যথা নেই। ১৯২১ সনে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। অথচ ইসলামের উৎসর্গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের অধ্যাপকরাও সম্পূর্ণরূপে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন। সকলের চোখের সামনে দিয়ে কলেজগুলো হতে ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি বাতিল হয়ে যাচ্ছে অথচ তাদের নিকট থেকে প্রতিবাদ তো দূরের কথা, তারা টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করছেন না। ফলে সারা দেশের কলেজ পর্যায়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে শিক্ষকদের মধ্যেও চরম ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দিয়েছে। গত ২০ জুন তাদের পক্ষ হতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে ইসলাম শিক্ষা শাখাভিত্তিক আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পুনর্বহালের দাবি জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃষ্টি ও হস্তক্ষেপ কামনা করে পত্রিকায় খোলা চিঠি ছাপানো হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর দফতরেও আবেদন পাঠানো হয়েছে। এনসিটিবির চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন-নিবেদন করা হয়েছে। কিন্তু কোন কিছুতেই ফল পাওয়া যাচ্ছে